গোড়ায় গলদ রেখে ভালো হওয়া যায় কী?

বিজয়ের আরেকটা মাস শেষ হতে চলেছে। এভাবে একান্নটা বিজয় দিবস আমরা পেরিয়ে এলাম। কী পেয়েছি, কী পাইনি সে হিসেব কষতে গেলে অনেক কথা। যুক্তি-তর্ক আছে। সেদিকে যেতে চাচ্ছিনে। বলা যায়, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাধীন নির্মল বাতাস বুক ভরে নিতে পারছি, এটাই অনেক আনন্দ। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত অনেক অবকাঠামোগত উন্নতি হয়েছে। জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। দেশ মধ্যম আয়ের কাতারে নাম লিখিয়েছে, সবই বাস্তবতা। আয়-বৈষম্যও অনেক বেড়েছে। অনেক ভালো ভালো কথা বলতে পারবো। ভালো কথা লিখতে পারলে এক পক্ষ ভালো বলে। মন্দ কথা লিখতে পারলে অন্য পক্ষ বাহবা দেয়। এই ভালো বলা না-বলাই কি আসলে সব! একান্ন বছর পর আমরা এই দোষাদোষীর মধ্যে পড়ে আছি কেন? এই-যে আমাদের পাশের গ্রামের নিতান্ত গরিবের কলেজপড়ুয়া ছেলের দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে, প্রতিস্থাপন করা লাগবে, কিডনি হাসপাতালের বেডে শুয়ে হতাশা ও টাকার অভাবে হাউমাউ করে কাঁদছে। আজ বিকালে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তাকে সান্ত্বনা দেবার কোনো ভাষা আমার ছিল না। তাকে কী জবাব দেবো! কোনো উত্তর খুঁজে পেলাম না। দোষটা কি তার, না কি আমার? এই ছেলেটার পূর্বপুরুষ যে মুক্তিযোদ্ধাদের একজন নিকটতম সহযোগী ছিলেন, আমি নিজে দেখেছি। একাত্তরের বিজয়ের দিনে আমি তার বাঁধভাঙা বাঁধনহারা বিজয় উল্লাস দেখেছি। তার পরবর্তী বংশধরদের এ দশা কেন হলো? কেন এমন হলো? এসব নিয়ে ভাবতে গেলেই তো অনেক অনেক কথা মাথায় আসে। সব ব্যর্থতা, সফলতা বলা যায় না। বলতেও পারিনে, আবার লিখতেও পারিনে। যতটুকু লিখি তাতেও দোষাদোষীর মধ্যে থাকি। দৈনিক পত্রিকায় লেখা নিয়ে অনেকেই অনেক মন্তব্য করেন। সবারই একই প্রশ্ন, আমি কোন দল করি? যতই বলি 'বাংলাদেশ দল' করি। কেউ বুঝতে চায় না– কোনো দল করতেই হবে, তারপর পত্রিকায় লিখতে হবে, কেন? এ দেশের শাশ্বত মাস্টারের আবার কোনো দল করা লাগে না কি? মাস্টার সাহেবের আবার কোনো দল থাকা উচিতও না কি? এ-দেশ নিয়ে মাস্টারসাহেবের কি কোনো কথা থাকতে পারে না? রাজনৈতিক দলে নাম লেখাতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা আছে না কি? 'বিজয় দিবসে' কোনো দল ছিল না কী? শাশ্বত মাস্টারের নৈতিক মূল্যবোধ ও সত্য-ন্যায়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে এ দেশের কোনো রাজনৈতিক দল ধোপে টিকবে না কি? হয়তো এমন কোনো দল থাকতেও পারে (যেহেতু দলের সংখ্যা অগনন), যার সম্বন্ধে আমার ভালো ধারণা নেই। অনেক শক্ত কথা লিখছি। বিজয়ের মাস বলেই হয়তো এসব কথা লিখছি। এদেশের রাজনীতি হয়তো পথ ভুলে গেছে, সেজন্যই এতো গন্ধ শোঁকা। রাজনীতিকে আগে ভালো পথে আনতে হবে। আমার এসব চাঁছাছোলা কথা হয়তো অনেকের ভালো লাগে না। দেশে কিছু কিছু লোক তো থাকতেই হয়, যারা কাদার পাঁকে পড়তে চায় না, আবার খারাপ কথা লেখে। তাদের গায়ে দলীয় কাদার প্রলেপ না লাগানোই ভালো। তাদেরকে তাদের মতো শক্ত কথা লিখতে দেওয়াও ভালো। এ দেশে এটার বড় প্রয়োজন। দলকানা হলেই ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিচ্যুতি ঘটে।

কিডনি-বিকল রোগে আক্রান্ত ছেলেটাকে কিংবা তার পরিবারকে আমরা কি সময়মতো স্বাস্থ্যশিক্ষা দিতে পেরেছি? পরিবেশ দিতে পেরেছি? জনসাধারণের ভেজাল খাওয়া কি বন্ধ করতে পেরেছি? গলদটা কোথায়? আমরা দেশের অনেক উন্নতি করেছি। কিন্তু জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশকে 'জন-আপদ' বানিয়ে ফেলেছি। এ নিয়ে কি আমরা কেউ ভাবছি? এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোক মরণঘাতী রোগে ভুগছে। হাসপাতালে গেলে বোঝা যায়। এর জন্য দায়ী কে? কান টানলে মাথা আসার মতো তখনই এ দেশের পথহারা রাজনীতির কথা চলে আসে। এ দেশের রাজনীতি সামাজিক শিক্ষা ও পরিবেশকে নষ্ট করে ছেড়েছে। এ কথা বললেই কেউ-না-কেউ আবার প্রশ্ন করে বসেন, 'কোন দল করেন? সাবধানে লেখেন, আপনি কিন্তু অমুক দলের কুনজরে পড়ে যাচ্ছেন!' হাল-ঢালহীন মাস্টারসাহেব তখনই বিপদে পড়ে যায়। আমি তো রাজনীতির স্বরগ্রাম জানিনে। জানিনে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলতে পারার কৌশল।

এতে আমার জন্যও বিপদ, দেশের জন্যও বিপদ। এ দেশে অনেক সমস্যার মধ্যে রাজনীতি নিজেই একটা বড় সমস্যা ও বিপদ। এতে সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অথচ বোঝার কেউ থাকে না। এই সমস্যার সমাধান দরকার। বিজয়ের এ মাসে কি আমরা এ শপথ করতে পারিনে যে, আমরা সবাই মিলে এ দেশের রাজনীতিকে ভালো পথে চালাবো? মানুষের জন্য রাজনীতি, দেশসেবার জন্য রাজনীতি- একথা মেনে চলবো।

কয়েকদিন আগে বিএনপি তার 'রেইনবো-নেশন'-এর ধারণা প্রকাশ করেছে। অনেকে তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, পত্রিকার মাধ্যমেই শুনছি। বিরোধী পক্ষ অনেকভাবে সমালোচনা করছে। এ নিয়ে আমারো একটা কিছু বলার আছে। আমার মনে হয়, রাজনীতির কিছু পরিবর্তন জরুরি, এটা সত্য। কিন্তু গুণগত পরিবর্তন না করে শুধু কাঠামোগত পরিবর্তনে কি কাজ হবে? ছোটবেলায় রামপ্রসাদি গান শুনতে যেতাম। টানা সুর করে গাইতেন, 'মক্কা-কাশী-শ্রীবৃন্দাবন অকারণ ঘুরে ঘুরে মরণ, আগে নিজের স্বভাব সুন্দর কর, তারপর গুরুর চরণ ধর, মক্কা-কাশী...।' এই 'স্বভাব সুন্দর করা'র বিকল্প তো আমি কিছু দেখিনে। স্বভাব সুন্দর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে শিক্ষাদীক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ সুন্দর করা। পরিবেশ সুন্দরের মধ্যে আবার আইনের শাসন ও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের কথা চলে আসে। এই সাতাশ দফার মধ্যে কি এ দেশের জনগোষ্ঠীর জন্য গুণগত ও মানসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষার কথাও বলা যেত না? নইলে যে 'দিল্লী হনুজ দূরস্ত' হবে।

গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা ছাড়া একটা জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি হয় কী করে? এই সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দৈন্যই তো আমাদের সব নষ্টের গোড়া। গোড়ায় গলদ রেখে রাজনীতি, অফিস-আদালত, সমাজনীতি, দেশনীতিই-বা ভালো হয়ে যাবে কী করে? গুণগত ও মানসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সামাজিক শিক্ষা ও পরিবেশের উপর অনেকটাই নির্ভর করে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্থীরা সমাজ ও পরিবেশ থেকে শিক্ষা নেয়। পরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান নিম্ন হলে সামাজিক শিক্ষা নষ্ট হয়ে যায়। আমরা এই দুষ্ট-আবর্তে পড়ে গেছি। মূলত আমরা এ দেশের জনগোষ্ঠীকে অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দিয়ে দিনে দিনে নষ্ট করে ফেলেছি। তাই মুক্তিযোদ্ধা-সহযোগীর নাতি কিডনি বিকল হয়ে হাসপাতালের বেডে শুয়ে জীবনযুদ্ধে হারতে বসেছে। অথচ বিজয়ের মাস চলছে। আমাদের আত্মশুদ্ধির সময় এসেছে। এখান থেকে বেরোতে গেলে সামাজিক শিক্ষা, পরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে একসাথে উন্নত করার কথা মাথায় নিতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা ও মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। সকল পরিকল্পনার যথাসম্ভব বাস্তবায়ন করতে হবে। 'সিস্টেম লস' মেনে নেওয়া যাবে না। বিজ্ঞাপনসর্বস্ব উন্নয়নকে পরিহার করতে হবে। দেশে মানবসম্পদ গড়ে উঠবে। এ দেশের 'মানব-আপদ' মানবসম্পদে রূপ নেবে। তখন অফিস-আদালত, রাজনীতি, পেটনীতিসহ সব জায়গার দুরবগ্রহ-দুরাচারবৃত্তি অনেকটাই বন্ধ হয়ে যাবে। এছাড়া অমানিশার এই গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার আমি তো আর কোনো উপায় দেখিনে। নইলে আকাশ দিয়েই উড়ি, আর পাতাল দিয়েই ফুঁড়ি, কোনো কিছুই 'শনির দশা'মুক্ত হতে দেবে না। বিজয়ের মাস হাজার হাজার বছর ধরে আসুক, এটাই হোক আমাদের কামনা।

(৩০ ডিসেম্বর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– প্রফেসর, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।